নুসরাতের বাবার বিরুদ্ধে মারধর-লুটপাটের অভিযোগে মামলা



ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুমের বাবা আবদুল হালিমের বিরুদ্ধে জমি দখল, বাড়ি ভাঙচুর, মারধর ও মালামাল লুটের অভিযোগে মামলা করেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। শনিবার (১৪ নভেম্বর) ইদ্রিস আলী নামের ওই ব্যক্তি দৌলতপুর থানায় মামলাটি করেন। এতে আবদুল হালিমের পাশাপাশি অজ্ঞাতপরিচয় ৮ থেকে ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ইদ্রিসের অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে আবদুল হালিমের দুই ভাইয়ের কাছ থেকে সোয়া চার কাঠা জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করেন তিনি। সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাসও করছিলেন। কিন্তু জমিটি দখলে নিতে গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর আবদুল হালিম ও তাঁর লোকজন বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় ঘরের বেড়া, দরজা-জানালা, টিনের চাল ও আসবাব ভাঙচুর করা হয়। এতে প্রায় আড়াই লাখ টাকার ক্ষতি হয়। বাধা দিতে গেলে ইদ্রিস ও তাঁর স্ত্রী মিনা খাতুনকে মারধর করা হয়। ঘর থেকে তিনটি খাট ও ১০ বান্ডেল টিনসহ দেড় লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করেছেন তিনি।

ইদ্রিস আরও জানান, ঘটনার পর বিচার চাইতে গেলে উল্টো ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আবদুল হালিম তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় কারাভোগের পর জামিনে বেরিয়ে জমিটি দখল হয়ে যাওয়ার খবর পান। অস্ত্র মামলায় ফাঁসানোর হুমকি পেয়ে পরিবার নিয়ে এলাকা ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেন বলে তাঁর অভিযোগ।

সম্প্রতি আবদুল হালিমের বাড়িতে আগুনের ঘটনায় করা মামলায় তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, এমন খবর পাওয়ার পর নিরাপত্তার কথা ভেবে থানায় অভিযোগ করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করেছেন ইদ্রিস। তাঁর ভাষ্য, দীর্ঘদিন ভয়ভীতির কারণে মামলা করার সাহস পাননি। তিনি যে জমি কিনেছেন, সেটি আবদুল হালিমের বাড়ির নিচের দিকে বাঁশঝাড়সংলগ্ন এলাকায়।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবদুল হালিম। তিনি বলেন, মামলার বিষয়ে কিছু জানেন না। ইদ্রিস এলাকায় থাকেন না; ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক। ভাইদের কাছ থেকে জমি কেনাবেচা নিয়ে আগে বিরোধ ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, কারও প্ররোচনায় ইদ্রিস এখন মামলা করে থাকতে পারেন।

কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দৌলতপুর থানার উপপরিদর্শক মহসীন চৌধুরী মামলাটি তদন্ত করবেন।

এদিকে গত ১১ নভেম্বর রাতে নুসরাতের পুরোনো পৈতৃক বাড়িতে আগুন লাগে। নুসরাত ও এনসিপির নেতারা এটিকে পেট্রলবোমা হামলা বলে অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় ১৩ নভেম্বর রাতে নুসরাত বাদী হয়ে নিষিদ্ধ যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আট নেতার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় ২৫ থেকে ৩০ জনের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা করেন।